# ছড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

No. 7544
Date 3.2.47
CALCUTTA

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

NATIONAL LIBRARY
No. ...4083...
DATE 7/7/09
CALCUTTA

প্রথম সংস্করণ ... ভাদ্র, ১৩৪৮

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

# সূচীপত্র

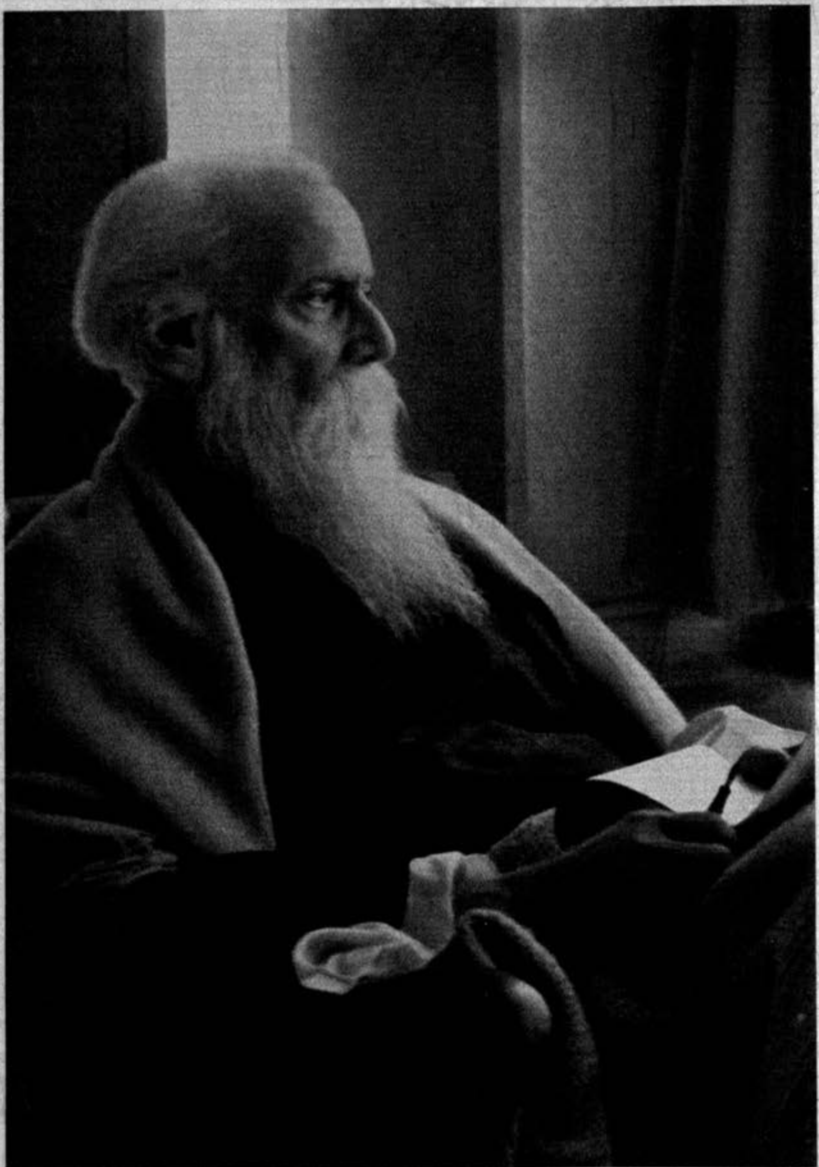
অলস মনের আকাশেতে
প্রদোষ যখন নামে
কর্ম্মরথের ঘড়ঘড়ানি
যে-মুহূর্তে থামে
এলোমেলো ছিন্ন চেতন
টুকরো কথার ঝাঁক
জানিনে কোন্ স্বপ্নরাজের
শুনতে যে পায় ডাক,
ছেড়ে আসে কোথা থেকে
দিনের বেলার গর্ত্ত,
কারো আছে ভাবের আভাস
কারো বা নেই অর্থ,
ঘোলা মনের এই যে সৃষ্টি
আপন অনিয়মে
ঝিঁঝির ডাকে অকারণের
আসর তাহার জমে।
একটুখানি দীপের আলো
শিখা যখন কাঁপায়
চারদিকে তার হঠাৎ এসে
কথার ফড়িং ঝাঁপায়।

৵৹

পষ্ট আলোর সৃষ্টি পানে
যখন চেয়ে দেখি
মনের মধ্যে সন্দেহ হয়
হঠাৎ মাতন এ কি।
বাইরে থেকে দেখি একটা
নিয়মঘেরা মানে,
ভিতরে তার রহস্য কী
কেউ তা নাহি জানে।
খেয়াল-স্রোতের ধারায় কী সব
ডুবছে এবং ভাসছে,
ওরা কী যে দেয় না জবাব
কোথা থেকে আসছে।
আছে ওরা এই তো জানি
বাকিটা সব আঁধার,
চলছে খেলা একের সঙ্গে
আর-একটাকে বাঁধার।
বাঁধনটাকেই অর্থ বলি
বাঁধন ছিঁড়লে তা'রা
কেবল পাগল বস্তুর দল
শূন্যেতে দিক্‌হারা॥

উদয়ন, ৫ জানুয়ারি, ১৯৪১

# ছড়া



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

সুবলদাদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে,
লাল বাঁদরের নাচন সেথায় রামছাগলের ঘাড়ে।
বাঁদরওয়ালা বাঁদরটাকে খাওয়ায় শালিধান্য,
রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মান্য ।
দাড়িটা তার নড়ে কেবল, বাজে রে ডুগডুগি।
কাৎলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগ্‌বুগি'।
রামছাগলের ভারি গলায় ভ্যাভ্যা রবের ডাকে
সুড়সুড়ি দেয় থেকে থেকে চৌকিদারের নাকে।
হাঁচির পরে বারে বারে যতই হাঁচি ছাড়ে,
বাতাসেতে ঘন ঘন কোদাল যেন পাড়ে।
হাঁচির পরে সারি সারি হাঁচি নামার চোটে
তেঁতুল বনে ঝড়ের দমক যেন মাথা কোটে,
গাছের থেকে ইঁচড়গুলো খ'সে খ'সে পড়ে,
তালের পাতা ডাইনে বাঁয়ে পাখার মতো নড়ে।

দত্তবাড়ির ঘাটের কাছে যেমনি হাঁচি-পড়া
আঁৎকে' উঠে' কাঁখের থেকে বৌ ফেলে দেয় ঘড়া।
কাকেরা হয় হতবুদ্ধি, বকের ভাঙে ধ্যান,
এজলাসেতে চমকে ওঠেন হরিমোহন সেন।
টেবিলেতে তুফান ওঠে চা-পেয়ালার তলে
বিষম লেগে শৌখিনদের চোখ ভেসে যায় জলে।
বিদ্যালয়ের মঞ্চ'পরে টাক-পড়া শির টলে,—
পিঠ পেতে দেয়, চ'ড়ে বসে টেরিকাটার দলে।
গুঁতো মেরে চালায় তারে, সেলাম করে আদায়,
একটু এদিক-ওদিক হোলে বিষম দাঙ্গা বাধায়।
লোকে বলে কলঙ্কদল সূর্যলোকের আলো
দখল ক'রে জ্যোতির্লোকের নাম করেছে কালো।
তাইতো সবই উলট-পালট উপর-নামন নিচে,
ভয়ে ভয়ে নিচু মাথায় সমুখটা যায় পিছে।
হাঁচির ধাক্কা এতখানি, এটা গুজব মিথ্যে
এই নিয়ে সব কলেজ-পড়া বিজ্ঞানীদের চিত্তে
অল্প কিছু লাগল ধোঁকা; রাগ্‌ল অপর পক্ষে,—
বললে, পড়াশুনোয় কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে।
অন্য দেশে অসম্ভব যা পুণ্য ভারতবর্ষে
সম্ভব নয় বলিস যদি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ সে।

ছড়া

এর পরে দুই দলে মিলে' ইঁটপাটকেল ছোঁড়া,
চক্ষে দেখায় শর্সের ফুল, কেউ বা হোলো খোঁড়া ;
পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে বীরপুরুষের বড়াই,
সমুদ্দুরের এ-পারেতে এ'কেই বলে লড়াই।
সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে চলছে নাচানাচি,
বাংলাদেশের তেঁতুলবনে চৌকিদারের হাঁচি।
সত্য হোক বা মিথ্যে হোক তা, আদমদিঘির পাড়ে
বাঁদর চ'ড়ে ব'সে আছে রামছাগলের ঘাড়ে।
রামছাগলের দাড়ি নড়ে, বাজে রে ডুগডুগি,
কাৎলা মারে লেজের ঝাপট জল ওঠে বুগ্‌বুগি' ॥

কালিম্পং
১৫ মে, ১৯৪০

২

কদমাগঞ্জ উজাড় ক'রে
আসছিল মাল মালদহে,
চড়ায় প'ড়ে নৌকোডুবি
হোলো যখন কালদহে,
তলিয়ে গেল অগাধ জলে
বস্তা বস্তা কদমা যে,
পাঁচ মোহানার কৎলু ঘাটে
ব্রহ্মপুত্র নদমাঝে।
আসামেতে সদ্‌কি জেলায়
হাংলু ফিড়াঙ পর্বতের
তলায় তলায় ক-দিন ধ'রে
বইল ধারা সর্বতের।
মাছ এল সব কাৎলা-পাড়া
খয়রাহাটি ঝেঁটিয়ে,
মোটা মোটা চিংড়ি ওঠে
পাঁকের তলা ঘেঁটিয়ে।

চিনির পানা খেয়ে খুশী
ডিগবাজি খায় কাৎলা,
চাঁদা মাছের সরু জঠর
রইল না আর পাৎলা।
শেষে দেখি ইলিশমাছের
জলপানে আর রুচি নাই,
চিতল মাছের মুখটা দেখেই
প্রশ্ন তারে পুছি নাই।
ননদকে ভাজ বললে, তুমি
মিথ্যে এ মাছ কোটো ভাই।
রাঁধতে গিয়ে দেখি, এ যে
মিঠাই গজার ছোটো ভাই।
মেছোনিকে গিন্নি বলেন,
ঝুড়ির ঢাকা খুলো না,
মাছের রাজ্যে কোথাও যে নেই
এ মৌরলার তুলনা।
বাগীশকে কাল শুধিয়েছিলেম,
ব্রহ্মা কি কাজ ভুলল,
বিধাতা কি শেষ বয়সে
ময়রা-দোকান খুলল।

যতীন ভায়ার মনে জাগে
ক্রম-বিকাশ থিয়োরি,
গল্‌ব্ল্যাডারে ক্রমে ক্রমে
চিনি জমছে কি ওরি।
খগেন বলে, মাছের মধ্যে
মাধুর্য নয় পথ্যাচার,
চচ্চড়িতে মোরব্বাতে
একাত্মবাদ অত্যাচার।
বেদান্তী কয়, রসনাতে
রসের অভেদ গলতি,
এমন হোলে রাজ্যে হবে
নিরামিষের চলতি।
ডাক পড়েছে অধ্যাপকের
জামাইষষ্ঠী পার্বণে,
খাওয়ায় তাকে যত্ন ক'রে
শাশুড়ি আর চার বোনে।
মাছের মুড়ো মুখে দিয়েই
উঠল জেগে বকুনি,
হাত নেড়ে সে তত্ত্বকথা
করলে শুরু তখুনি,

## ছড়া

কলিযুগের নিমক খেয়ে
আমরা মানুষ সকলেই,
হঠাৎ বিষম সাধু হয়ে
সত্য যুগের নকলেই
সব জাতেরই নিমৃকি থেকে
নিমক যদি হটিয়ে দেয়,
সকল ভাঁড়েই চিনির পানার
জয়ধ্বনি রটিয়ে দেয়,
চিনির বলদ জোড়ে এসে
সকল মীটিং কমিটি,
চোখের জলেই নোন্‌তা হবে
বাংলাদেশের জমি-টি।
নোনার স্থানে থাকবে নোনা
মিঠের স্থানে মিষ্টি,
সাহিত্যে বা পাকশালাতে
এরেই বলে কৃষ্টি।
চিনি সে তো বা-র মহলের
রক্তে বসৎ নোনতার,
দোকানে প্রাণ মিষ্টি খোঁজে,
নুন যে আপন ধন তার।

## ছড়া

সাগরবাসের আদিম উৎস
    চোখের জলে খুলিয়ে দেয়,
নির্বাসনের দুঃখটা তার
    আখের খেতে ভুলিয়ে দেয়।
অতএব এই—কী পাগলামি,
    কলম উঠল খেপে,
মিথ্যে বকা দৌড় দিয়েছে
    মিলের স্কন্ধে চেপে।
কবির মাথা ঘুলিয়ে গেছে
    বৈশাখের এই রোদে,
চোখের সামনে দেখছে কেবল
    মাছের ডিমের বোঁদে।
ঠাণ্ডা মাথায় ঘুচুক এবার
    রসের অনাবৃষ্টি
উলটো-পালটা না হয় যেন
    নোন্‌তা এবং মিষ্টি ॥

৩

ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা
সে-বছর পুষেছিল এক পাল পায়রা।
বড়োবাবু খাটিয়াতে বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়।
হাঁসগুলো জলে চলে আঁকা-বাঁকা রকমে
পায়রা জমায় সভা বকবকবকমে।

খবরের কাগজেতে shock দিল বক্ষে,
প্যারাগ্রাফে ঠোক্কর লাগে তার চক্ষে।
তিন দিন ধ'রে নাকি দুই দলে পোড়াদয়
ঘুড়ি-কাটাকাটি নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি হয়।
কেউ বলে ঘুড়ি নয়, মনে হয় সন্ধ,
পোলিটিকালের যেন পাওয়া যায় গন্ধ।
"রাণাঘাট সমাচারে" লিখেছে রিপোর্টার,
আঠারোই অগ্রানে শুরু হোতে ভোরটার



২

## ছড়া

বেশি নই কম নয় ছয় সাত হাজারে
গুণ্ডার দল এল সবজির বাজারে।
এ-খবর একেবারে লুকোনোই দরকার,
গাপ ক'রে দিল তাই ইংরেজ সরকার।
ভয় ছিল কোনোদিন প্রশ্নের ধাক্কায়
পার্লিয়ামেণ্টের হাওয়া পাছে পাক খায়।
এডিটর বলে, এতে পুলিশের গাফেলি ;
পুলিস বলে যে, চলো বুঝে সুঝে পা ফেলি।
ভাঙ্‌ল কপাল যত কপালেরই দোষ-সে,
এ-সব ফসল ফলে কনগ্রেসী শস্যে।
সবজির বাজারেতে মুলো মোচা সস্তায়
পাওয়া গেল বাসী মাল ঝাঁকা ঝুড়ি বস্তায়।
ঝুড়ি থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছিল চালতা
যশোরের কাগজেতে বেরিয়েছে কাল তা।
"মহাকাল" লিখেছিল ভাষা তার শানানো,
চালতা ছোঁড়ার কথা আগাগোড়া বানানো ;
বড়ো বড়ো লাউ নাকি ছুঁড়েছে দু-পক্ষে
শচীবাবু দেখেছে সে আপনার চক্ষে।
দাঙ্গায় হাঙ্গামে মিছে ক'রে লোক গোনা,
সংবাদী সমাজের কখনো এ যোগ্য না।

আর এক সাক্ষীর আর এক জবানী,
বেল ছুঁড়ে মেরেছিল দেখেছে তা ভবানী।
যার নাকে লেগেছিল সে গিয়েছে ভেব্‌ড়ে,
ভাগ্যেই নাক তার যায় নাই থেব্‌ড়ে।
শুনে' এডিটর বলে, এ কি বিশ্বাস্য,
কে না জানে নাসাটা যে সহজেই নাশ্য।
জানি না কি ও-পাড়ায় কোনোখানে নাই বেল ;
ভবানী লিখল, এ যে আগাগোড়া লাইবেল্‌।
মাঝে মাঝে গায়ে প'ড়ে চ্যাঁচায় আদিত্য,—
আমারে আরোপ করা মিথ্যাবাদিত্ব !
কোন্‌ বংশে-যে মোর জন্ম তা জানো তো,
আমার পায়ের কাছে করো মাথা আনত।
আমার বোনের যোগ বিবাহের সূত্রে
ভজু গোস্বামীদের পুত্রের পুত্রে।
এডিটর লেখে, তব ভগ্নীর স্বামী যে
গো বটে গোয়ালবাসী জানি তাহা আমি যে।
ঠাট্টার অর্থটা ব্যাকরণে খুঁজতে
দেরি হোলো, পরদিনে পারল সে বুঝতে।
মহা রেগে বলে, তব কলমের চালনা
এখনি ঘুচাতে পারি, বাড়াবাড়ি ভালো না।

ফাঁস ক'রে দিই যদি, হবে সে কি খোষনাম,
কোথায় তলিয়ে যাবে সাতকড়ি ঘোষ নাম।
জানি তব জামাইয়ের জ্যাঠাইয়ের যে-বেহাই
আদালতে কত ক'রে পেয়েছিল সে রেহাই।
ঠাণ্ডা মেজাজ মোর সহজে তো রাগি নে,
নইলে তোমার সেই আদরের ভাগিনে
তার কথা বলি যদি—এই ব'লে বলাটা
শুরু ক'রে ঘেঁটে দিল পঙ্কের তলাটা।
তারপরে জানা গেল গাঁজাখুরি সবটাই
মাথা-ফাটাফাটি আদি মিছে জনরবটাই।
মাছ নিয়ে বকাবকি করেছিল জেলেটা,
পচা কলা ছুঁড়ে তারে মেরেছিল ছেলেটা।
আসল কথাটা এই, অটলা ও পটলা
বাধালো ধর্মঘটে জন ছয়ে জটলা।
শুধু কুলি চার জন করেছিল গোলমাল,
লালপাগ্‌ড়ি সে এসে বলেছিল তোল্ মাল।
গুড়ের কলসীখানা মেতে উঠে ফেটেছিল,
রাজ্যের খেঁকিগুলো শুঁকে শুঁকে চেটেছিল;
বক্তৃতা করেছিল হরিহর শিকদার,
দোকানিরা বলেছিল, এ যে ভারি দিকদার।

সাদা এই প্রতিবাদ লিখেছিল তারিণী,
গ্রামের নিন্দে সে যে সইতেই পারেনি।
নেহাত পারে না যারা পাব্‌লিশ না ক'রে
সব শেষ পাতে দিল বর্জই আখরে।
প্রতিবাদটুকু কোনো রেখা নাহি রেখে যায়,
বেল থেকে তাল হয়ে গুজবটা থেকে যায়,
ঠিকমতো সংবাদ লিখেছিল সজনী,
সহ্য না হোলো সেটা শুনেছে বা ক-জনই।
জ্যাঠাইয়ের বেহাইয়ের মামলাটা ছাড়াতে
যা ঘটেছে হাসি তার থেকে গেল পাড়াতে।
আদরের ভাগনের কী কেলেঙ্কারি সে,
বারাসতে বরিশালে হয়ে গেছে জারি সে।
হিতসাধনী সভার চাঁদা চুরি কাণ্ড
ছড়িয়ে পড়েছে আজ সারা ব্রহ্মাণ্ড।
ছেলেরা দু-ভাগ হোলো মাগুরার কলেজে,
এরা যদি বলে বেল, ওরা লাউ বলে যে।
চালতার দল থাকে উভয়ের মাঝেতে,
তারা লাগে দু-দলের সভা-ভাঙা কাজেতে।
দলপতি পশ্চাতে রব তোলে বাহবার,
তারপরে গোলেমালে হয়ে পড়ে যা হবার।

ভয়ে ভয়ে ছি ছি বলে কলেজের কর্তারা,
তারপরে মাপ চেয়ে চলে যায় ঘর তারা।

একদা দু-এডিটরে দেখা হোলো গাড়িতে,
পনেরো মিনিট শুধু ছিল ট্রেন ছাড়িতে।
ফোঁস ক'রে ওঠে ফের পুরাতন কথা সেই,
ঝাঁজ তার পুরো আছে আগে ছিল যথা সেই।
একজন বলে বেল, লাউ বলে অন্যে,
দু-জনেই হয়ে ওঠে মারমুখো হন্যে।
দেখছি যা ব্যাপার সে নয় কম তর্কের,
মুখে বুলি ওঠে আত্মীয় সম্পর্কের।
পয়লা দরের knave, idiot কি কেবল,
liar সে, humbug, cad unspeakable,—
এই মতো বাছা বাছা ইংরেজি কটুতা
প্রকাশ করিতে থাকে দু-জনের পটুতা।
অনুচর যারা, তারা খেপে ওঠে কেউ কেউ,
কুকুরটা কী ভেবে যে ডেকে ওঠে ভেউ ভেউ।
হাওড়ায় ভিড় জমে, দেখে সবে রঙ্গ,
গার্ড এসে করে দিল যাত্রাই ভঙ্গ।

ছড়া

গার্ডকে সেলাম করি, বলি ভাই বাঁচালি,
টার্মিনাসেতে এল বেল-ছোঁড়া পাঁচালি।

ঝিনেদার জমিদার বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনা জুড়ে' খুঁটে খুঁটে ধান খায়।
হেলে দুলে হাঁসগুলো চলে বাঁকা রকমে,
পায়রা জমায় সভা বকবকবকমে॥

উদয়ন
৯ মার্চ, ১৯৪০

৪

বাসাখানি গায়ে-লাগা আর্মানী গির্জার—
দুই ভাই সাহেবালি জোনাবালি মির্জার।
কাবুলি বেরাল নিয়ে দু-দলের মোক্তার
বেঁধেছে কোমর, কে যে সামলাবে রোখ তার।
হানাহানি চলছেই একেবারে বেহোঁসে,
নালিশটা কী নিয়ে যে জানে না তা কেহ সে।
সে কি লেজ নিয়ে, সে কি গোঁফ নিয়ে তকরার,
হিসেবে কি গোল আছে নখগুলো বখরার।
কিংবা মিয়াঁও ব'লে থাবা তুলে ডেকেছিল,
তখন সামনে তার দু-ভাইয়ের কে কে ছিল।
সাক্ষীর ভিড় হোলো দলে দলে তা নিয়ে,
আওয়াজ যাচাই হোলো ওস্তাদ আনিয়ে।
কেউ বলে ধা-পা-নি-মা, কেউ বলে ধা-মা-রে।
চাঁই চাঁই বোল দেয়, তবলায় ঘা মারে।
ওস্তাদ ঝেঁকে ওঠে, প্যাঁচ মারে কুস্তির,
জজ সা'ব কী ক'রে যে থাকে বলো সুস্থির।

সমন হয়েছে জারি, কাবুলের সর্দার
চলে এল উটে চ'ড়ে, পিছে ঝাড়ু-বরদার।
উটেতে কামড় দিল, হোলো তার পা টুটা।
বিলকুল লোকসান হয়ে গেল হাঁটুটা।
খেসারৎ নিয়ে মাথা তেতে ওঠে আমিরের,
ফউজ পেরিয়ে এল পাঁচিলটা পামিরের।
বাজারে মেলে না আর আখরোট খোবানি,
কাঁউসিল ঘরে আজ কী নাকানি চোবানি।
ইরানে পড়েছে সাড়া গবেষণা-বিভাগে
এ কাবুলি বিড়ালের নাড়ীতে যে কী ভাগে
বংশ রয়েছে চাপা, মেসোপোটোমিয়ারই
মার্জার গুষ্টির হবে সে কি ঝিয়ারি।
এর আদি মাতামহী সে কি ছিল মিশোরী,
নাইল-তটিনীতট বিহারিণী কিশোরী।
রোঁয়াতে সে ইরানী যে নাহি তাহে সংশয়,
দাঁতে তার এসীরিয়া যখনি সে দংশয়।
কটা চোখ দেখে বলে পণ্ডিতগণেতে,
এখনি পাঠানো চাই Wimবিলডনেতে।
বাঙালী থীসিসওলা পড়ে গেছে ভাবনায়,
ঠিকুজি মিলবে তার চাটগাঁ কি পাবনায়।



৩

ছড়া

আর্মানী গির্জার আশেপাশে পাড়াতে
কোনোখানে এক তিল ঠাঁই নাই দাঁড়াতে।
কেম্ব্রিজ খালি হোলো, আসে সব স্কলারে,
কী ভীষণ হাড়কাটা করাতের ফলা রে।
বিজ্ঞানীদল এল বর্লিন ঝাঁটিয়ে,
হাতপাকা, জন্তুর নাড়ীভুঁড়ি ঘাঁটিয়ে।
জজ বলে, বিড়ালটা কী রকম জানা চাই,
আইডেন্‌টিটি তার আদলতে আনা চাই।
বিড়ালের দেখা নাই ঘরেও না বনে না,
মি-আঁউ আওয়াজটুকু কেউ আর শোনে না।
জজ বলে, সাক্ষীরে কোন্‌খানে ঢুকোলো,
অত বড়ো লেজের কি আগাগোড়া লুকোলো।
পেয়াদা বললে, লেজ গেছে মিউজিয়মে,
প্রিভিকৌঁসিলে দেওয়া আইনের নিয়মে।
জজ বলে, গোঁফ পেলে র'বে মোর সম্মান ;
পেয়াদা বললে, তারো নয় বড়ো কম মান।
মিউনিকে নিয়ে গেছে ছাঁটা গোঁফ যত্নেই,
তারে আর কোনোমতে ফেরাবার পথ নেই।
বিড়াল ফেরার হোলো নাই নাম গন্ধ ;
জজ বলে, তাই ব'লে মামলা কি বন্ধ।

তখনি চৌকি ছেড়ে রেগে করে পা-চারি,
থেকে থেকে হুংকারে কেঁপে ওঠে কাছারি।
জজ বলে, গেল কোথা ফরিয়াদী আসামী ;
হুজুর—পেয়াদা বলে, বেটাদের চাষামি !
শুনি নাকি দুই ভাই উকিলের তাকাদায়,
ব'লে গেছে, আমাদের বুঝি বেঁচে থাকা দায় !
কণ্ঠে এমনি ফাঁস এঁটে দিল জড়িয়ে,
মোক্তারে কী করিবে সাক্ষীরে পড়িয়ে ॥

উদয়ন
১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০

৫

ছেঁড়া মেঘের আলো পড়ে
দেউল-চূড়ার ত্রিশূলে ;
কলুবুড়ি শাকসবজি
তুলেছে পাঁচ-মিশুলে।
চাষী খেতের সীমানা দেয়
উঁচু ক'রে আল তুলে,
নদীতে জল কানায় কানায়
ডিঙ্গি চলে পাল তুলে।
কোমর-ঘেরা আঁচলখানা,
হাতে পানের কৌটা,
ঘোষ-পাড়াতে হনহনিয়ে
চলে নাপিত-বৌটা।
গোকুল ছোঁড়া গুঁড়ি আঁকড়ে
ওঠে গাছের উপুরি,
পেড়ে আনে থোলো থোলো
কাঁচা কাঁচা সুপুরি।

বর্ষাজলের ঢল নেমেছে,
ছাপিয়ে গেল বাঁধখানা,
পাড়ির কাছে ডুবো ডিঙি
যাচ্ছে দেখা আধখানা।
লখা চলে ছাতা মাথায়,
গৌরী কনের বর,
ড্যাংড্যাঙাড্যাং বাদ্যি বাজে
চড়কডাঙায় ঘর॥

ভাগুমালী লাউ ডাঁটাতে
ভরেছে তার ঝাঁকাটা,
কামার পিটোয় দুমদুমিয়ে
গোরুর গাড়ির চাকাটা।
মাঠের পারে ধকধকিয়ে
চলতি গাড়ির ধোঁওয়াতে,
আকাশ যেন ছেয়ে চলে
কালো বাঘের রোঁওয়াতে।
কাঁসারীটা বাজিয়ে কাঁসা
জাগিয়ে দিল গলিটা,

গিন্নিরা দেয় ছেঁড়া কাপড়
ভরতি ক'রে থলিটা।
ভিজে চুলের ঝুঁটি বেঁধে
বসে আছেন সেজো বউ,
মোচার ঘণ্ট বানাতে সে
সবার চেয়ে কেজো বউ।
গামলা চেটে পরখ করে
দড়ি দিয়ে বাঁধা গাই,
উঠোনের এক কোণে জমা
রান্নাঘরের গাদা ছাই।
ভালুকনাচের ডুগডুগি ঐ
বাজছে পাইকপাড়াতে,
বেদের মেয়ে বাঁদর ছানার
লাগল উকুন ছাড়াতে।
অশথতলায় পাটল গোরু
আরামে চোখ বোজে তার
ছাগলছানা ঘুরে বেড়ায়
কচি ঘাসের খোঁজে তার।
ছকু মালী খেতের থেকে
তুলছে মুলো ভাদুরে,

পিঠ আঁকড়ে জড়িয়ে থাকে
ছেলেটা তার আদুরে।
হঠাৎ কখন বাদুলে মেঘ
জুটল এসে দলে দল,
পসলা কয়েক বৃষ্টি হোতেই
মাঠ হয়ে যায় জলে জল।
কচুর পাতায় ঢেকে মাথা
সাঁওতালী সব মেয়েরা
ঘোষের বাগান থেকে পাড়ে
কাঁচা কাঁচা পেয়ারা।
মাথায় চাদর বেঁধে নিয়ে
হাট থেকে যায় হাটুরে ;
ভিজে কাঠের আঁঠি বেঁধে
চলছে ছুটে কাঠুরে।
নিমের ডালে পাখির ছানা
পাড়তে গেল ওরা কি ;
পকেট ভরে নিয়ে গেল
কাঠবিড়ালীর খোরাকি।
হালদারদের মেয়েটা ঐ
দেখি তারে যখুনি

ছড়া

মাঠে মাঠে ভিজে বেড়ায়
মা এসে দেয় বকুনি।
গোলাকৃতি গড়নটা ওর,
সবাই ডাকে বাতাবি,
খুদু বলে আমার সঙ্গে
সাঙাৎনি কি পাতাবি।
পুকুরপাড়ে ছড়িয়ে আছে
তেলের শিশির কাঁচ ভাঙা,
জেলের পোঁতা বাঁশের খোঁটায়
বসে আছে মাছরাঙা।
দক্ষিণে ঐ উঠল হাওয়া
বৃষ্টি এখন থামল কি ;
গাছের তলায় পা ছড়িয়ে
চিবোয় ভুলু আমলকি।
ময়লা কাপড় হিসহিসিয়ে
আছাড় মারে ধোবাতে ;
পাড়ার মেয়ে মাছ ধরতে
আঁচল মেলে ডোবাতে।
পা ডুবিয়ে ঘাটের ধারে
ঘোষপুকুরের কিনারায়

## ছড়া

মাসিক পত্র পড়ছে বসে
থার্ড ইয়ারের বীণা রায়।
বিজুলি যায় সাপ খেলিয়ে
লকলকি।
বাঁশের পাতা চমকে ওঠে
ঝকঝকি।
চড়কডাঙায় ঢাক বাজে ঐ
ড্যাড্যাংড্যাং
মাঠে মাঠে মকমকিয়ে
ডাকছে ব্যাঙ॥

উদীচী
২০ আগস্ট, ১৯৪০

৬

খেঁদুবাবুর এঁধো পুকুর মাছ উঠেছে ভেসে ;
পদ্মমণি চচ্চড়িতে লঙ্কা দিল ঠেসে।
আপনি এল ব্যাক্‌টিরিয়া, তাকে ডাকা হয় নাই,
হাঁসপাতালের মাখন ঘোষাল বলেছিল, ভয় নাই।
সে বলে, সব বাজে কথা খাবার জিনিস খাদ্য ;
দশ দিনেতেই ঘটিয়ে দিল দশ জনারি শ্রাদ্ধ।
শ্রাদ্ধের যে ভোজন হবে কাঁচা তেঁতুল দরকার,
বেগুন মুলোর সন্ধানেতে ছুটল ন্যাড়া সরকার।
বেগুন মুলো পাওয়া যাবে নিলফামারির বাজারে,
নগদ দামে বিক্রি করে তিনটাকা দাম হাজারে।
ডুমকাতে লোক পাঠিয়েছিল বানিয়ে দেবে মুড়কি,
সন্দেহ হয় ওজনমতো মিশ্‌ল তাতে গুড় কি।
সরষে যে চাই মন দু-তিনেক ঝোলে ঝালে বাটনায়,
কালু বাবু তারি খোঁজে গেলেন ধেয়ে পাটনায়।
বিষম খিদেয় করল চুরি রাম ছাগলের দুধ,
তারি সঙ্গে মিশিয়ে নিলে গম ভাঙানির খুদ।

ঐ শোনা যায় রেডিয়োতে বোঁচা গোঁফের হুমকি ;
দেশবিদেশে শহরগ্রামে গলা-কাটার ধুম কী।
খাঁচায় পোষা চন্দনাটা ফড়িঙে পেট ভরে ;
সকাল থেকে নাম করে গান, হরে কৃষ্ণ হরে।

বালুর চরে আলুহাটা, হাতে বেতের চুপড়ি,
খেতের মধ্যে ঢুকে' কালু মুলো নিল উপ্‌ড়ি।
নদীর পাড়ে কিচির-মিচির লাগালো গাঙ্‌শালিখ যে,
অকারণে ঢোলক বাজায় মুলোখেতের মালিক যে।
কাঁকুড় খেতে মাচা বাঁধে পিলেওয়ালা ছোকরা,
বাঁশের বনে কঞ্চি কাটে মুচিপাড়ার লোকরা।
পাটনাতে নীলকুঠির গঞ্জে খেয়া চালায় পাটনি,
রোদে জলে নিতুই চলে চার পহরের খাটনি।
কড়াপড়া কঠিন হাতে মাজা কাঁসার কাঁকনটা,
কপালে তার পত্রলেখা উল্কি-দেওয়া আঁকনটা।
কুচোমাছের টুকরি থেকে চিলেতে নেয় ছোঁ মেরে—
মেছনি তার সাতগুষ্টি উদ্দেশে দেয় যমেরে।
ও-পারেতে খড়্গপুরে কাঠি পড়ে বাজনায়,
মুন্‌শীবাবু হিসেব ভোলে জমিদারের খাজনায়।

ছড়া

রেডিয়োতে খবর জানায় বোমায় করলে ফুটো,
সমুদ্দুরে তলিয়ে গেল মালের জাহাজ দুটো।
খাঁচার মধ্যে ময়না থাকে বিষম কলরবে
ছাতু ছড়ায়, মাতায় পাড়া আত্মারামের স্তবে।

হুইস্‌ল্‌ দিল প্যাসেঞ্জারে স্যাঁৎরাগাছির ড্রাইভার,
মাথায় মোছে হাতের কালী সময় না পায় নাইবার।
ননদ গেল ঘুঘুডাঙায় সঙ্গে গেল চিন্তে,
লিলুয়াতে নেমে গেল ঘুড়ির লাঠাই কিনতে।
লিলুয়াতে খইয়ের মোওয়া চার ধামা হয় বোঝাই,
দাম দিতে হায় টাকার থলি মিথ্যে হোলো খোঁজাই।
ননদ পরল রাঙা চেলি পালকি চড়ে চলল,
পাড়ায় পাড়ায় রব উঠেছে গায়ে হলুদ কল্য।
কাহারগুলো পাগড়ি বাঁধে, বাঁদি পরে ঘাগরা,
জমাদারের মামা পরে শুঁড়তোলা তার নাগরা।
পাঁড়েজি তাঁর খড়ম নিয়ে চলেন খটাৎ খটাৎ,
কোথা থেকে ধোবার গাধা চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ।
খয়রাডাঙার ময়রা আসে, কিনে আনে ময়দা,
পচা ঘিয়ের গন্ধ ছড়ায়, যমালয়ের পয়দা।

আকাশ থেকে নামল বোমা রেডিয়ো তাই জানায়,
অপঘাতে বসুন্ধরা ভরল কানায় কানায়।
খাঁচার মধ্যে শ্যামা থাকে ছিরকুটে খায় পোকা,
শিস দেয় সে মধুর স্বরে, হাততালি দেয় খোকা।

হুইস্‌ল্ বাজে ইস্টিশনে, বরের জ্যাঠামশাই
চমকে ওঠে, গেলেন কোথায় অগ্রদ্বীপের গোঁসাই।
সাঁৎরাগাছির নাচনমণি কাটতে গেল সাঁতার,
হায় রে কোথায় ভাসিয়ে দিল সোনার সিঁথি মাথার।
মোষের শিঙে ব'সে ফিঙে নেজ দুলিয়ে নাচে,
শুধোয় নাচন, সিঁথি আমার নিয়েছে কোন্ মাছে।
মাছের লেজের ঝাপটা লাগে, শালুক ওঠে দুলে,
রোদ পড়েছে নাচনমণির ভিজে চিকন চুলে।
কোথায় ঘাটের ফাটল থেকে ডাকল কোলা ব্যাঙ,
খড়্গপুরের ঢাকে ঢোলে বাজ্‌ল ড্যাড্যাংড্যাং।
কাঁপছে ছায়া আঁকাবাঁকা কলমি পাড়ের পুকুর,
জল খেতে যায় এক-পা-কাটা তিন পেয়ে এক কুকুর।
হুইস্‌ল্ বাজে, আছে সেজে পাইকপাড়ার পাত্রী,
শেয়ালকাঁটার বন পেরিয়ে চলে বিয়ের যাত্রী।

ছড়া

গ্যাঁ গোঁ করে রেডিয়োটা, কে জানে কার জিত,
মেশিন্‌গান-এ গুঁড়িয়ে দিল সভ্যবিধির ভিৎ।
টিয়ের মুখের বুলি শুনে হাসছে ঘরে পরে,
রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে॥

দিন চলে যায় গুনগুনিয়ে ঘুমপাড়ানির ছড়া,
শান-বাঁধানো ঘাটের ধারে নামছে কাঁখের ঘড়া।
আতাগাছের তোতাপাখি, ডালিমগাছে মৌ,
হীরেদাদার মড়মড়ে থান, ঠাকুরদাদার বৌ।
পুকুর পাড়ে জলের ঢেউয়ে দুলছে ঝোপের কেয়া,
পাটনি চালায় ভাঙা ঘাটে তালের ডোঙার খেয়া।
খোকা গেছে মোষ চরাতে খেতে গেছে ভুলে,
কোথায় গেল গমের রুটি শিকের 'পরে তুলে।
আমার ছড়া চলেছে আজ রূপকথাটা ঘেঁষে,
কলম আমার বেরিয়ে এল বহুরূপীর বেশে।
আমরা আছি হাজার বছর ঘুমের ঘোরের গাঁয়ে,
আমরা ভেসে বেড়াই স্রোতের সেঁওলা-ঘেরা নায়ে।
কচি কুমড়োর ঝোল রাঁধা হয়, জোড় পুতুলের বিয়ে,
বাঁধা বুলি ফুকরে ওঠে কমলাপুলির টিয়ে।

ছাইয়ের গাদায় ঘুমিয়ে থাকে পাড়ার খেঁকী কুকুর,
পান্তিহাটে বেতোঘোড়া চলে টুকুর-টুকুর।
তালগাছেতে হুতোমথুমো পাকিয়ে আছে ভুরু,
তক্তিমালা হড়মবিবির গলাতে সাত পুরু।
আধেক জাগায় আধেক ঘুমে ঘুলিয়ে আছে হাওয়া,
দিনের রাতের সীমানাটা পেঁচোয় দানোয় পাওয়া।
ভাগ্যলিখন ঝাপসা কালীর নয় সে পরিষ্কার,
দুঃখসুখের ভাঙা বেড়ায় সমান যে দুই ধার।
কামারহাটার কাঁকুড়গাছির ইতিহাসের টুকরো,
ভেসে চলে ভাঁটার জলে উঁইয়ে ঘুনে ফুকরো।
অঘটন তো নিত্য ঘটে রাস্তা ঘাটে চলতে,
লোকে বলে, সত্যি না কি, ঘুমোয় বলতে বলতে।

সিন্ধুপারে চলছে হোথায় উলটপালট কাণ্ড,
হাড় গুঁড়িয়ে বানিয়ে দিলে নতুন কী ব্রহ্মাণ্ড।
সত্য সেথায় দারুণ সত্য, মিথ্যে ভীষণ মিথ্যে,
ভালোয় মন্দে সুরাসুরের ধাক্কা লাগায় চিত্তে।
পা ফেলতে না ফেলতে হতেছে ক্রোশ পার।
দেখতে দেখতে কখন যে হয় এসপার-ওসপার॥

উদয়ন
১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০

৭

গলদা চিংড়ি তিংড়ি-মিংড়ি,
লম্বা দাঁড়ার করতাল,
পাকড়াশিদের কাঁকড়া-ডোবায়
মাকড়শাদের হরতাল।
পয়লা ভাদর, পাগলা বাঁদর,
লেজখানা যায় ছিঁড়ে,
পালতে মাদার, সেরেস্তাদার
কুটছে নতুন চিঁড়ে।
কলেজ পাড়ায় শেয়াল তাড়ায়
অন্ধ কলুর গিন্নি।
ফটকে ছোঁড়া চটকিয়ে খায়
সত্যিপিরের সিন্নি।
মুল্লুক জুড়ে' উল্লুক ডাকে,
ঢোলে কুল্লুক ভট্ট,
ইলিশের ডিম ভাজে বঙ্কিম,
কাঁদে তিনকড়ি চট্ট।
গরানহাটায় সজনেডাঁটা
কিনছে পুলিশ সার্জন,

চিৎপুরে ঐ নাগা সন্ন্যাসী
কাৎ হয়ে মরে চারজন।
পঞ্চায়েতের চুপড়ি বেতের,
সরষে খেতের চাষী;
কাঁচালঙ্কার ফোঁড়ন লাগায়
কুড়োনচাঁদের মাসি।
পটোলডাঙায় চক্ষু রাঙায়
মুর্গিহাটার মিঞা;
শম্ভু বাজায় তম্বুরাটায়
কেঁয়াও কেঁয়াও কিঞা।
ঠনঠনে আজ বেচে লণ্ঠন
চার পয়সায় আটটা;
মুখ ভেংচিয়ে হেডমাস্টার
মস্তুরে করে ঠাট্টা।
চিন্তামণির কয়লাখনির
কুলির ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা;
বিরিঞ্চিদের খাজাঞ্চী ঐ
চণ্ডীচরণ সেন জা।
শিলচরে হায় কিলচড় খায়
হস্টেলে যত ছাত্র;

## ছড়া

হাজি মোল্লার দাঁড়িমাল্লার
বাকী একজন মাত্র।
দাওয়াইখানায় সিঙাড়া বানায়,
উচ্চিংড়েটা লাফ দেয়;
কনেস্টেবল পেতেছে টেব্‌ল
খুদিরে চায়ের কাপ দেয়।
গুবরে পোকার লেগেছে মড়ক,
তুবড়ি ছোটায় পঞ্চু;
ন্যায়রত্নের ঘাড়ের উপর
কাকাতুয়া হানে চঞ্চু।
সিরাজগঞ্জে বিরাট মিটিং,
তুলো বের-করা বালিশ;
বংশু ফকির ভাঙা চৌকির
পায়াতে লাগায় পালিশ।
রাবণের দশ মুণ্ডে নেমেছে
বকুনি ছাড়ায়ে মাত্রা;
ন্যাড়ানেড়ি দলে হরি হরি বলে,
শেষ হোলো রামযাত্রা॥

পুনশ্চ
১৯ নভেম্বর, ১৯৪০

৮

রাত্তিরে কেন হোলো মর্জি,
চুল কাটে চাঁদনির দর্জি।
চুমরিয়ে দিল তার জুলফি,
নাপিত আদায় করে full fee।
চাঁদনির রাঁধ্‌নি-সে আসে যায়,
বঁড়শি বেহালা থেকে বাস-এ যায়।
ভবুরাম ওর পাড়াপড়শী,
বেচে সে লাঠাই আর বঁড়শি।
আর বেচে যাত্রার বেয়ালা,
আর বেচে চা খাবার পেয়ালা।
চা খেয়ে সে দিল ঘুম তখুনি,
সইল না গিন্নির বকুনি।
কটকের নেত্ত মজুমদার,
সে বটে সুবিখ্যাত ঘুমদার।

কালু সিং দেয় তারে পাক্কা
তিন মন ওজনের ধাক্কা।
হাই তুলে' বলে, এ কী ঠাট্টা—
ঘড়িতে যে সবে সাড়ে আট-টা।
চৌকিদারের মেজো শালী সে
পড়ে থাকে মুখ গুঁজে বালিশে।
তাই দেখে গলাভাঙা পালোয়ান
বাজখাঁই সুরে বলে, আলো আন্।
নিচে থেকে বলে হেঁকে রহমৎ,
বাংলা জবানি তুমি কহো মৎ।
ওদিকে মাথায় বেঁধে তোয়ালে
ভিখুরাম নাচে তার গোয়ালে।
তোয়ালেটা পাদরির ভাইঝির,
মোজা জোড়া খড়দার বাইজির।
পিরানের পাড়ে দেয় চুমকি,
ইরানেতে সেলাইয়ের ধুম কী।
বোগদাদে তাই যাবে আলাদিন
শাশুড়ি যতই ঘরে তালা দিন।
শাশুড়ির মুখঢাকা বুরখায়,
পাছে তা'রে ঠেলা মারে গুর্খায়।

চুরি গেছে গুর্খার ভেঁপুটি,
এজলাসে চিন্তিত ডেপুটি।
ডেপুটির জুতো মোড়া সাটিনেই ;
কোনোখানে দাঁতনের কাঠি নেই।
দাঁতনের খোঁজে লাগে খটকা,
পেয়াদা ঘি আনে তিন মটকা।
গাওয়া ঘি সে নয় সে যে ভয়ষা,
সের-করা দাম পাঁচ পয়সা।
বাবু বলে, দাম খুব জেয়াদা ;
কাজে ইস্তফা দিল পেয়াদা।
উমেদার এল আজ পয়লা
গোয়াড়ির যত গোড়ো গয়লা।
পয়লায় ঘরে হাঁড়ি চড়ে না,
পদ্মরে ছেড়ে খাঁদু নড়ে না।
পদ্ম সেদিন মহা বিব্রত,
বুধবারে ছিল তার কী ব্রত।
ভাসুর পড়ল এসে সুমুখে,
দুধ খেয়ে নিল এক চুমুকে।
চেপে এল লজ্জা শরমটা,
টেনে দিল দেড় হাত ঘোমটা।

ছড়া

চুঁচড়োয় বাড়ি হরিমোহনের,
গঙ্গায় স্নানে গেছে গ্রহণের।
সঙ্গে নিয়েছে চার গণ্ডা
বেছে বেছে পালোয়ান ষণ্ডা।
তাল ঠোকে রামধন মুন্‌শী,
কোমরেতে তিন পাক ঘুন্‌সি।
দিদি বলে, মুখ তোর ফ্যাকাশে,
ভালো ক'রে ডাক্তার দেখা সে।
ব'লে ওঠে তিনকড়ি পোদ্দার,—
আগে তুই উকিলের শোধ্ ধার;
ভিখু শুনে কেঁদে চোখ রগড়ায়,
একদম চলে গেল মগরায়।
মগরায় খুদি নিয়ে খুঞ্চে
খেজুরের আঁটিগুলো গুনছে—
যেই হোলো তিন কুড়ি পাঁচটা,
দেখে নিল উনুনের আঁচটা।
ননদের ঘরে ক'রে ঘি চুরি
তখনি চড়িয়ে দিল খিচুড়ি।
হোলো না তো চালে ডালে মেলানো,
মুশকিল হবে ওটা গেলানো।

সাড়া পায় মাছওয়ালা মিন্‌সের,
বলে, পাকা রুই চাই তিন সের।
বনমালী মাছ আনে গামছায়,
বলে, ও যে এক্ষুনি দাম চায়।
আচ্ছা সে দেখা যাবে কালকে,—
ব'লেই সে চলে গেল শাল্‌কে।
মুন্‌শী যখন লেখে তৌজি,
জলে নামে শালকের বৌ ঝি।
শালকের ঘাটে ভাঙা পালকি ;
কালু যাবে বানিচঙে কাল কি।
বানিচঙে ঢেঁকি পাকা গাঁথ্‌নি,
ধান কোটে কালুদার নাৎনি।
বানিচঙ কোন্ দেশে কোন্ গাঁয়,
কে জানে সে যশোরে কি বনগাঁয়।
ফুটবলে বনগাঁর মোক্তার,
যত হারে, তত বাড়ে রোখ্ তার।
তার ছেলে হরেরাম মিত্তির,
আঁক ক'ষে ব্যামো হোলো পিত্তির।
মুখ চোখ হয়ে গেল হোলদে,
ওরে ওকে পল্‌তার ঝোল দে।

## ছড়া

পল্‌তা কিনতে গেল ধুবড়ি,
কিনল গুগ্‌লি এক চুবড়ি।
হুগ্‌লির গুগ্‌লি কী মাগ্‌গি,
ভাঙা হাটে পাওয়া গেল ভাগ্যি।
ধুবড়িতে মানকচু সস্তা,
ফাউ পেল কাগজ দু-বস্তা।
দেখে বলে নীলমণি সরকার,—
কাগজে হরুর খুব দরকার।
জ্যামিতি অতীত তার সাধ্যর,
যতই করুন তারে মার ধোর।
কাগজে বসিয়ে রেখে নারকেল
পেনসিলে কাটে ব'সে সার্‌কেল্‌।
সার্‌কেল্‌ কাটতে সে কী বুঝে
খামকাই ঠেকে গেল ত্রিভুজে।
সইতে পারে না তার চাপুনি,
পালাজ্বরে দিল তারে কাঁপুনি।
শ্রাদ্ধবাড়িতে লেগে ঠাণ্ডা
হেঁচে মরে ত্রিবেণীর পাণ্ডা।
অবেলায় খেতে বসে দারোগা,
সির সির করে ওঠে তারো গা।

টাট্টু ঘোড়ার এক গাড়িতে
ডাক্তার এল তার বাড়িতে।
সে-ঘোড়াটা বেড়া ভাঙে নন্দর,
চিহ্ন রাখে না খেত খন্দর।
নন্দ বিকেলে গেল হাবড়ায়,
সারিসারি গাড়ি দেখে ঘাবড়ায়।
গোনে ব'সে তিন চার পাঁচ সাত,
আউড়িয়ে যায় সারা ধারাপাত।
গুনে গুনে পারে না যে থামতে,
গল্‌গল্‌ ক'রে থাকে ঘামতে।
নয় দশ বারো তেরো চোদ্দ,
মনে পড়ে পয়ারের পদ্য।
কাশিরাম দাসে আনে পুণ্য,
দশে আর বিশে লাগে শূন্য।
কাশিরাম কাশিরাম বোল দেয়,
সারাদিন মনে তার দোল দেয়।
আঁকগুলো মাথা থাকে ঘোলাতে,
নন্দ ছুটেছে হাটখোলাতে।
হাটখোলা শ্বশুরের গদি তার,
সেইখানে বাসা মেশে যদি তার



৬

## ছড়া

এক সংখ্যায় মন দেবে ঝাঁপ,
তার চেয়ে বেশি হোলে হবে পাপ।
আর নয়, আর নয়, আর নয়,
কখনই দুই তিন চার নয়॥

উদীচী
২০ জানুয়ারি, ১৯৪০

৯

আজ হোলো রবিবার—খুব মোটা বহরের
কাগজের এডিশন ;—যত আছে শহরের
কানাকানি, যত আছে আজগবী সংবাদ
যায়নিকো কোনোটার একটুও রং বাদ।
"বার্তাকু" লিখে দিল,—গুজরানওয়ালায়
দলে দলে জোট করে পঞ্জাবী গোয়ালায়।
বলে তারা, গোরু পোষা গ্রাম্য এ-কারবার
প্রগতির যুগে আজ দিন এল ছাড়বার।
আজ থেকে প্রত্যহ রাত্তির পোয়ালেই
বসবে প্রেপরিটরি ক্লাস এই গোয়ালেই।
স্তূপ রচা দুই বেলা খড়ভুষি ঘাসটার
ছেড়ে দিয়ে হবে ওরা ইস্কুল মাস্টার।
হম্বাধ্বনি যাহা গো-শিশু গো-বৃদ্ধের
অন্তর্ভূত হবে বই-গেলা বিদ্যের।
যত অভ্যেস আছে লেজ ম'লে পিটোনো
ছেলেদের পিঠে হবে পেট ভ'রে মিটোনো।

ছড়া

“গদাধরে” রেগে লেখে,—এ কেমন ঠাট্টা,
বার্তাকু পরে পরে সাতটা কি আটটা
যা লিখেছে সব ক-টা সমাজের বিরোধী,
মতগুলো প্রগতির দ্বার আছে ‘নিরোধি’।
সেদিন সে লিখেছিল, ঘুঁটে চাই চালানো,
শহরের ঘরে ঘরে ঘুঁটে হোক জ্বালানো,
কয়লা ঘুঁটেতে যেন সাপে আর নেউলে
ঝড়িয়াকে করে দিক একদম দেউলে।
সেনেট হাউস আদি বড়ো বড়ো দেয়ালী
শহরের বুক জুড়ে আছে যেন হেঁয়ালি।
ঘুঁটে দিয়ে ভরা হোক, এই এক ফতোয়ায়
একদিনে শহরের বেড়ে যাবে কত আয়।
গোয়ালারা চোনা যদি জমা করে গামলায়
কত টাকা বাঁচে তবে জল-দেওয়া মামলায়।
বার্তাকু কাগজের ব্যঙ্গে যে গা জ্বলে,
সুন্দর মুখ পেলে লেপে ওরা কাজলে।
এ-সকল বিদ্রূপে বুদ্ধি যে খেলো হয়,
এ-দেশের আবহাওয়া ভারি এলোমেলো হয়।
গদাধর কাগজের ধমকানি থামল,
হেসে উঠে বার্তাকু যুদ্ধেতে নামল।

বলে,—ভায়া এ জগতে ঠাট্টা-সে ঠাট্টাই,
গদাধর, গদা রেখে লও সেই পাঠটাই।
মাস্টার না হয়ে যে হোলে তুমি এডিটর
এ লাগি তোমার কাছে দেশটাই ক্রেডিটর।
এডুকেশনের পথে হয়নি যে মতি তব
এই পুণ্যেই হবে গোকুলেই গতি তব।

অবশেষে এ-তুখানা কাগজের আসরে
বচসার ঝাঁজ দেখে ভয়ে কথা না সরে॥

১০

সিউড়িতে হরেরাম মৈত্তির
পাঁজি দেখে সতেরোই চৈত্তির।
বলে, আজ যেতে হবে মথুরায়,
সেথা তার মামা আছে সতু রায়।
বেস্পাতিবারে গাড়ি চড়ে তার,
চাকা ভাঙে নরসিংগড়ে তার।
তাই তার যাত্রাটা ঘুরুলে
ফিরে এসে চলে গেল সুরুলে।
ঠিক হোলো যেতে হবে পেশোয়ার,
সেথা আছে সেজো মাসি মেসো আর।
এসে দেখে একা আছে বৌ সে,
মেসো গেছে পাণিপথে পৌষে।
হাথুয়ার কাছাকাছি না যেতেই
বাঙালী সে ধরা পড়ে সাজেতেই।
চোখ রাঙা ক'রে বলে দারোগা,
থানামে লে কর্ হম্ মারো গা।

ছোটো ভাই বেঁধে চিঁড়ে মুড়কি
সন্ন্যাসী হয়ে গেল রুড়্‌কি।
ঠোক্কর খেয়ে পড়ে বোঁচকায়,
কুক্ষণে পা দুখানা মোচকায়।
শেষে গেল সুলতানপুরে সে,
গান ধরে মূলতান-সুরে সে।
বেলা শেষে এল যবে বামড়ায়
কী ভীষণ মশা তাকে কামড়ায়,
বুঝলে সে শান্ত যে হওয়া দায়,
গোরুর গাড়িতে চলে নওয়াদায়।
গোরুটা পড়ল মুখ থুবড়ি
ক্রোশ দুই থাকতেই ধুবড়ি।
কাটিহারে ভুলে তাকে ধরল,
তখন সে পেট ফুলে' মরল।
শুনেছে তিসির খুব নামো দর
তাই পাড়ি দিতে গেল দামোদর।
দামোদরে বুধুরাম খেয়া দেয়,
চেপে বসে ডেপুটির পেয়াদায়।
শংকর ভোরবেলা চুঁচড়োয়
হাউ হাউ শব্দে গা মুচড়োয়।

ছড়া

নাড়াজোলে বড়োবাবু তখুনি
শুরু করে বংশুকে বকুনি।
বংশুর যত হোক খাটো আয়
তবু তার বিয়ে হবে কাটোয়ায়।
বাঁধা হুঁকো বাঁধা নিয়ে খড়দার
ধার দিলে মোতিরাম সর্দার।
শাঁখা চাই বলতেই শাঁখারী
বলে, শাঁখা আছে তিন টাকারই।
দর-কষাকষি নিয়ে অবশেষ
পুলিশ-থানায় হোলো সব শেষ।
সাসারামে চলে গেল লোক তার
খুঁজে যদি পাওয়া যায় মোক্তার।
সাক্ষীর খোঁজে গেল চেউকি,
গাঁজাখোর আছে সেথা কেউ কি।
সাথে নিয়ে ভুলুদা ও শশিদি
অনুকূল চলে গেছে জসিদি।
পথে যেতে বহু দুখ ভুগে রে
খোঁড়া ঘোড়া বেচে এল মুঙেরে।
মা ওদিকে বাতে তার পা খুঁড়ায়,
পড়ে আছে সাত দিন বাঁকুড়ায়।

ডাক্তার তিনকড়ি সাণ্ডেল
বদলি করেছে বাসা বাণ্ডেল।
তাই লোক পাঠায় কোদারমায়,
চিঠি লিখে দিল সে ভোঁদার মায়।
সাতক্ষীরা এল চুপিচুপি সে,
তার পরে গেল পাঁচথুপি সে।
সেখানেতে মাছি পোলো ভাতে তার
ঝগড়া হোটেলবাবু সাথে তার।
অতুল গিয়েছে কবে নাসিকে,
সঙ্গে নিয়েছে তার মাসিকে।
রাঁধবার লোক আছে মাদ্রাজি
সাত টাকা মাইনেয় আধ রাজী।
লালচাঁদ যেতে যেতে পাকুড়ে
খিদেটা মেটায় শশা কাঁকুড়ে।
পৌঁছিয়ে বাহাদুরগঞ্জে
হাঁসফাঁস করে তার মন যে।
বাসা খুঁজে সাথী তার কাঙলা
খুলনায় পেল এক বাঙলা।
শুধু একখানা ভাঙা চৌকি
এখানেই থাকে মেজো বৌ কি।

ছড়া

নেমে গেল যেথা কানু জংশন,
ভিমরুলে করে দিল দংশন।
ডাক্তারে বলে চুন লাগাতে
জ্বালাটাকে চায় যদি ভাগাতে।
চুন কিনতে সে গেল কাট্‌নি,
কিনে এল আমড়ার চাট্‌নি।
বিকানীরে পড়ল সে নাকালে,
উটে তাকে কী বিষম ঝাঁকালে।
বাড়িভাড়া করেছিল শ্বশুরই,
তাই খুশী মনে গেল মশুরি।
শ্বশুর উধাও হোলো না ব'লে,
জামাই কি ছাড়া পাবে তা ব'লে।
জায়গা পেয়েছে মালগাড়িতে,
হাত সে বুলাতে ছিল দাড়িতে,
ঝাঁকা থেকে মুরগিটা নাকে তার
ঠোকর মেরেছে কোন্ ফাঁকে তার।
নাকের গিয়েছে জাত, রটে যায়,
গাঁয়ের মোড়ল সব চটে যায়।
কানপুর হতে এল পণ্ডিত,
বলে এরে করা চাই দণ্ডিত।

### ছড়া

লাশা হতে শ্বেত কাক খুঁজিয়া,
নাসা পথে পাখা দাও গুঁজিয়া।
হাঁচি তবে হবে শত শতবার
নাক তার শুচি হবে ততবার।
তার পরে হোলো মজা ভরপুর
যখন সে গেল মজাফরপুর।
শালা ছিল জমাদার থানাতে
ভোজ ছিল মোগলাই খানাতে।
জৌনপুরী কাবারের গন্ধে
ভুরভুর করে সারা সন্ধে।
দেহটা এমনি তার তাতালে
যেতে হোলো মেয়ো হাঁসপাতালে।
তার পরে কী যে হোলো শেষটা
খবর না পাই ক'রে চেষ্টা॥

১১

মাঝ রাতে ঘুম এল—লাউ কেটে দিতে
ছিঁড়ে গেল ভুলুয়ার ফতুয়ার ফিতে।
খুহু বলে, মামা আসে এই বেলা লুকো ;
কানাই কাঁদিয়া বলে, কোথা গেল হুঁকো।
নাতি আসে হাতি চ'ড়ে খুড়ো বলে, আহা
মারা বুঝি গেল আজ সনাতন সাহা।
তাঁতিনীর নাতিনীর সাথীনি সে হাসে,
বলে, আজ ইংরিজি মাসের আঠাশে।
তাড়া খেয়ে ন্যাড়া বলে, চলে যাব রাঁচি ;
ঠাণ্ডায় বেড়ে গেল বাঁদরের হাঁচি।
কুকুরের লেজে দেয় ইনজেকশ্যান,
মান্থলি টিকিট কেনে জলধর সেন।
পাঁজি লেখে, এ বছরে বাঁকা এ-কালটা
ত্যাড়াবাঁকা বুলি তার উলটা-পালটা ;
ঘুলিয়ে গিয়েছে তার বেবাক খবর
জানিনে তো কে যে কারে দিচ্ছে কবর॥

উদয়ন
৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০
বিকাল